ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

0 2 AUG 1988
পৃষ্ঠা 6

80

188

শিক্ষকের সংখ্যা ১

|| এম এ বশীর ||

নবীগঞ্জ উপজেলার আউশকান্দি ইউনিয়নের সুনামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির পাকাগৃহ নির্মিত হলেও আসবাবপত্র মোটেই নেই। শিক্ষক মাত্র ১ জন। বিগত ১০ বছর ধরে বিদ্যালয়ে ১ জন শিক্ষক রয়েছেন। ছাত্র সংখ্যা ১৩৫। আলমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থায়ী গৃহ নেই। শিক্ষক মাত্র ১ জন। ছাত্র সংখ্যা ২০০। হুসেনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ১ জন। ছাত্র সংখ্যা ২২০। দুর্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন গৃহ নির্মিত হলেও ১ জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ছাত্র সংখ্যা ১৫০। পারকুল প্রাঃ বিদ্যালয়ে ৪ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১ জন কাজ পরিচালনা করছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের ১ জনকে অন্য বিদ্যালয়ে ডেপুটেড্ শিক্ষক হিসেবে বদলী করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষক মাসে একবার এসে দস্তখত করে বিল দাখিল করছেন। জানা গেছে যে, উক্ত উপজেলার প্রায় শিক্ষকই বিদ্যালয়ে গরহাজির থেকেও মাসে মাসে নির্বিবাদে বিল আদায় করে নিচ্ছে উৎকোচেরমাধ্যমে।

মোহাম্মদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছে। ছাত্র সংখ্যা ১২০। মুকীমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ জন শিক্ষক রয়েছে। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বদলী হয়ে গেলে আর কোন শিক্ষক দেয়া হয়নি। বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ২২৫। খবরে-প্রকাশ, উক্ত উপজেলার ৯০ ভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা বিরাজ করছে। জানা গেছে যে, কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদ শূন্য হলে ৮/১০ বছরের মধ্যে ঐ পদে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না। ফলে, বহু বিদ্যালয় ১ জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর লেখা-পড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। জানা গেছে যে, শিক্ষক স্বল্পতার কারণে বহু বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করেছে এবং এর ফলে নিরক্ষতার হার বৃদ্ধিপাচ্ছে।

কোন কোন বিদ্যালয়ে ২/৩ জন শিক্ষক থাকলেও তাদের দুর্নীতি বিদ্যালয়গুলোয় লেখা-পড়ার দারুণ অন্তরায় সৃষ্টি করছে। উক্ত উপজেলার বহু শিক্ষক নিয়মিত বিদ্যালয়ে হাজির হন না। এবং তাদের ১টার পূর্বেই স্কুল ত্যাগ করে নানা স্থানে কাজকর্ম করতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করেও কোন ফল হয়নি।

সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী মনে করেন, প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে চালু করলে বিদ্যালয়গুলোতে উন্নতির পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা ধ্বংসের হাত থেকেরক্ষা পাবে।